দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ SEP 22 2002 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

বিনা টেন্ডারে বই প্রকাশ ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তোলপাড়

বিষয়টি রহস্যজনক ঃ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ বিনা টেন্ডারে নামমাত্র রয়্যালটিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই প্রকাশের দায়িত্ব একটি এনজিও প্রতিষ্ঠানকে দেয়ার ঘটনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। বই প্রকাশের দায়িত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন শিক্ষা সচিব। শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী গতকাল রবিবার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছেন, বিষয়টি রহস্যজনক। জানা যায়, দেশের বিভিন্ন এনজিও স্কুল এবং কিন্ডারগার্টেনের জন্য প্রায় ৭ কোটি টাকা মূল্যের এই বই প্রকাশের ক্ষেত্রে রয়্যালটির পরিমাণ ধরা হয়েছে গত বছরের তুলনায় অর্ধেক। গত বছর একই বই প্রকাশের ক্ষেত্রে রয়্যালটি ধরা হয়েছিল শতকরা ১৫ ভাগ। এবার ধরা হয়েছে শতকরা সাড়ে ৭ ভাগ। গত বছর টেন্ডারের মাধ্যমে বই প্রকাশের দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছিল। এবার কোন টেন্ডার ছাড়াই গোপনীয়তা রক্ষা করে মুদ্রণ কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হয় শীর্ষস্থানীয় একটি এনজিও প্রতিষ্ঠানকে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিভিন্ন কাজের তদারকির দায়িত্বে রয়েছেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

(২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

বিনা টেন্ডারে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আ ন ম এহছানুল হক মিলন। অথচ টেন্ডার ছাড়াই নামমাত্র রয়ালটিতে বোর্ডের বই প্রকাশের অনুমতি দেয়ার ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র জানায়, মূলত শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলমের একক সিদ্ধান্তে টেন্ডার ছাড়াই, নামমাত্র রয়্যালটিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭ কোটি টাকার বই প্রকাশের ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে। গতকাল বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। রাতে এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, আমি এনসিটিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। অথচ আমাকে না জানিয়ে নামমাত্র রয়্যালটিতে কোন্ উদ্দেশ্যে বই প্রকাশের অনুমতি দেয়া হয়েছে তা যাচাই করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কোন অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। গতকাল দিনে, রাতে শিক্ষা সচিবের সাথে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছে। অফিস থেকে বলা হয়েছে, স্যার মিটিং-এ ব্যস্ত। বাসা থেকে বলা হয়েছে উনি এখনও ফেরেননি। উল্লেখ্য, শতকরা সাড়ে ৭ ভাগ রয়্যালটিতে প্রাথমিক শাখার এই বই প্রকাশ হলে সরকার প্রায় ৩৫ লাখ টাকার রাজস্ব হারাবে।